অরিজিনাল রত্নপাথরের প্রবেশদ্বার “আজমেরী জেমস হাউস”

বাংলাদেশে সর্ববৃহৎ রত্নপাথরের কালেকশন ❝ আজমেরী জেমস হাউস ❞। এখান থেকে রত্নপাথর কেনার সময় ভাবতে হবে না যে পাথরটি আসল না নকল। সম্মানিত ক্লায়েন্টদের ভালোবাসার ব্র্যান্ড হয়ে থাকতে চায় ❝ আজমেরী জেমস হাউস ❞। এই প্রতিষ্ঠানাটির কর্নধার সনামধন্য জ্যোতিষরাজ লিটন দেওয়ান চিশতী।

কখনো ভেবেছেন কি আপনার হাতের এই রেখা কী বলে ? এই রেখাগুলো কেন আছে? হাতের রেখা একজন মানুষ সম্বন্ধে অনেক কিছু বলে। অভ্যাস থেকে ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট সবকিছুই এই রেখা দেখে বোঝা যায়। মূলত হাতে চারটি লাইন রয়েছে যা প্রধানতঃ চারটি লাইন হল জীবনযাত্রা, হৃদয়পথ, শিরোনাম এবং ভাগ্য রেখা। এই রেখার মধ্যে অনেক ঘটনা লুকানো আছে। আমাদের মধ্যে অনেকের রেখা ছিন্ন আছে, অনেকের রেখা ভাঙ্গা আছে, অনেকের আছে গভীর এবং সোজা রেখা, অনেকের দুর্বল।

জ্যোতি থেকে জ্যোতিষ। জ্যোতি অর্থ আলো। বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্র দীপ্তিমান অর্থাৎ এদের জ্যোতি বা আলো রয়েছে। মানব-জীবনে বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব সংক্রান্ত জ্ঞান বা বিদ্যাই জ্যোতিষবিজ্ঞান ভৃগু, পরাশর, জৈমিনি আদি প্রাচীন ঋষিগণকে জ্যোতিষবিজ্ঞানের প্রবর্তক বলা চলে। তাঁরা জ্যোতিষবিদ্যা বিভিন্ন অঙ্গ বা শাখা-প্রশাখা সৃষ্টি করে গেছেন।

এই জ্ঞানের অনুশীলন করে সঠিক পথ অনুসরণের মাধ্যমে জীবনযাত্রা, হৃদয়পথ, শিরোনাম এবং ভাগ্য রেখা নিয়ে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন ৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিখ্যাত জ্যোতিষী লিটন দেওয়ান চিশতী। দেশ ও দেশের বাহিরে খুব অল্প সময়ে বেশ সুনাম অর্জন করেছেন নিজের দক্ষতা ও জ্যোতিষ জ্ঞান দিয়ে, পেয়েছেন গুণীজন সংবর্ধনা, এবং বিভিন্ন সংবাদপত্র ও গণমাধ্যম থেকে দেওয়া সম্মাননা সদনপত্র।

30 বছর অভিজ্ঞতায় আজ আপনার রাশিফল জেনে নিন

আপনি যদি প্রমাণ করতে পারেন যে আজমেরি জেমস হাউস দ্বারা সরবরাহ করা রত্নপাথরটি নকল, আপনি আজীবন 100% অর্থ ফেরত গ্যারান্টি পাবেন। আমরা আত্মবিশ্বাসের সাথে যে রত্নপাথর সরবরাহ করি তার যত্ন নেই। পৃথিবীতে অনেক ধরনের রত্নপাথর রয়েছে যেমন অ্যামেথিস্ট স্টোন, স্টার রুবি জেমস্টোন, সিলন মুন স্টোন, রেড কোরাল জেমস্টোন, ব্যাংকক ব্লু স্যাফায়ার স্টোন, পার্ল (মতি) রত্নপাথর, সুলাইমানি অ্যাগেট স্টোন, ইয়েমেনি রেড অ্যাগেট স্টোন, ব্ল্যাক অ্যাগেট স্টোন, জারকন রত্নপাথর, ক্যাটস আই রত্নপাথর, সিট্রিন রত্নপাথর, পেরিডট রত্নপাথর, আলেকজান্দ্রাইট রত্নপাথর, অ্যাকোয়ামেরিন রত্নপাথর, স্টার রুবি রত্নপাথর, শ্রীলঙ্কান নীল নীলকান্তমণি, ব্রাজিল পান্না রত্নপাথর, ফিরোজা রত্নপাথর, পোখরাজ রত্নপাথর, অস্ট্রেলিয়ান ওপাল, ক্যাটস আই রত্নপাথর, অনিক্স রত্নপাথর, গার্নেট রত্নপাথর।

রত্নপাথরের সর্ববৃহৎ কালেকশন

১৯৯২ সাল থেকে আজমেরী জেমস হাউস রত্নপাথর এর দুর্দান্ত গ্রাহক পরিষেবা সহ ব্যতিক্রমী রত্নপাথর অফার করে আসছে। আমরা সরাসরি গ্রাহকের কাছে আমাদের সার্ভিস শুরু করেছি। আমরা ক্রয় প্রক্রিয়া সহজ করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করি, আমাদের গ্রাহকদের ক্ষমতায়ন করি, ধারণা দেই এবং শেষ পর্যন্ত তাদের এমন একটি ক্রয় করতে সাহায্য করি যা তারা আজীবন ব্যবহার করবে। তারপর আমরা পাইকারি হিসাবে রত্নপাথর বিক্রি শুরু করি।

শেষ দর্শন আজমেরী জেমস হাউস

জ্যোতিষশাস্ত্রের গুরুত্ব যে কতখানি তা আজকের যুগে সারা বিশ্বের মানুষ তা জানতে পেরেছেন। হাজার হাজার বছরেরও পূর্ব থেকে ভারতে এই জ্যোতিষশাস্ত্র চলে আসছে। তারপর কালক্রমে যত দিন যেতে থাকে, ততই এই শাস্ত্র সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তারপর বিভিন্ন মনীষী এই বিষয় নিয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্র জ্ঞানের এই শাখাকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাথে সমন্বয় করা যেতে পারে। অনেক সময়কাল আগে গ্রহ ও নক্ষত্রের প্রকৃতি, তাদের গতি ও এদের চক্রগুলি পর্যবেক্ষণ করে একটি মডেল তৈরী করা হয়। এই মডেলটি অন্তত দীর্ঘদিন অবধি স্থায়ী ছিল। এছাড়া দর্শনের অঙ্গ হিসেবে জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা করা হত। অনেকে জ্যোতিষশাস্ত্রের সমালোচনা করেছিলেন।

খুচরা ও পাইকারি বিক্রয় কেন্দ্র

এই সময়ের মধ্যে কোম্পানিটি রত্নপাথরের বাজারে খ্যাতি ও সুনাম অর্জন করেছে। এইভাবে আমরা আমাদের গ্রাহকদের একটি উচ্চতর কেনাকাটা অভিজ্ঞতা প্রদান করতে পারেন। আমরা বাংলাদেশের অন্যতম বিশেষ খুচরা ও পাইকারি বিক্রয় কেন্দ্র। আমরা একটি উচ্চতর রত্নপাথর কেনাকাটার অভিজ্ঞতা প্রদান করতে সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের স্টোর এবং অনলাইন উভয় ক্ষেত্রেই রত্নপাথর বিক্রি করে থাকি। আমাদের বিক্রয় কর্মীরা প্রতিটি গ্রাহককে সহায়তা করার জন্য জ্ঞান দিয়ে থাকে।

যেখানে পাবেন আসল রত্নপাথর

নকলের ভীড়ে আসল চেনা দায়। যারা রত্নপাথর ব্যবহার করেন, তারা প্রতিনিয়ত খোঁজ করেন কোথায় পাবেন আসল রত্নপাথর। রাজধানীতে যদি আসল রত্নপাথর কিনতে চান তাহলে আপনার জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান শেষ দর্শন আজমেরী জেমস হাউজ লিমিটেড। এখানে পাবেন যে কোন রত্নপাথরের শতভাগ নিশ্চয়তা। বাজারে নানা ধরনের রত্নপাথর বিক্রি হয়, যেখান থেকে আসল পাথরটি কেনা অনেকটা চ্যালেঞ্জ।

এই আসল নকল খেলায় শেষ দর্শন আজমেরী জেমস হাউজ লিমিটেড রত্নপাথরের আকৃতি, রঙ, স্বচ্ছতা ও ভেতরে যে সব অবাঞ্ছিত পদার্থ থাকে সে সম্পর্কে ক্রেতাদের ধারনা দিয়ে আসল রত্নপাথর পরীক্ষার মাধ্যমে বিক্রি করে। বসুন্ধরা সিটি শপিংমলের লেবেল-১, ব্লক-ডি এর ৭৩ ও ৭৪ নম্বর দোকানে রত্নপাথরে কেনাকাটাতে রয়েছে নানা ধরনের সুবিধা। চাইলে ক্রেডিট, ডেবিট বা বিকাশ পেমেন্টের মাধ্যমেও কিনতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার জ্যোতিষরাজ লিটন দেওয়ান চিশতী

প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার এবং জ্যোতিষরাজ লিটন দেওয়ান চিশতী রাষ্ট্রীয় অনুশাসন মেনে ট্যাক্স ভ্যাট পরিশোধ করে দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে মানবসেবা করছেন। এছাড়া আসল নকলের ব্যাপারটিও আছে। রত্নপাথর আসল নাকি নকল বোঝার জন্য প্রয়োজন অভিজ্ঞ চোখ। বাজারে চোখ ধাঁধানো এবং রং উজ্জ্বল পাথরকে রত্নপাথর ভেবে কেনার আগে যাচাই করবেন। প্রয়োজনে পরীক্ষা করে নিবেন। তিনি আরো বলেন, শেষ দর্শন আজমেরী জেমস হাউজ রত্নপাথর কেনার জন্য আপনার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। এখানে আপনি আসতে পারেন শতভাগ বিশ্বাস নিয়ে। আমরাই আপনাকে দেব আসল রত্নপাথরের নিশ্চয়তা।

জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে ওয়েবসাইট

চালু হয়েছে জ্যোতিষশাস্ত্রবিষয়ক ‘আজমেরী জেমস হাউজ ডটকম’ (www.ajmerigemshouse.com) ঠিকানার একটি ওয়েবসাইট। রাশি সম্পর্কে জানতে, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং জ্যোতিষ লিটন দেওয়ান চিশতীর যোগাযোগ করা যাবে ওয়েবসাইট থেকে। এতে যুক্ত হবে জ্যোতিষশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয় ছাড়াও বিভিন্ন রত্নপাথর, রত্নপাথরের দাম এবং গুণাগুণ, নানা ধরনের সমস্যা সমাধান নিয়ে আলোচনাসহ আরো নানা আয়োজন।শেষ দর্শন আজমেরী জেমস হাউজ লিমিটেড বসুন্ধরা সিটি শপিংমলের লেবেল-১, ব্লক-ডি-এর ৭৩ ও ৭৪ নম্বর দোকান। প্রতিষ্ঠানটি আসল রত্নপাথর বিক্রির একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট থাকলে এবার নতুন ডিজাইনে এবং নানা ধরনের আয়োজন ও সেবা যুক্ত হচ্ছে।

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম

প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার এবং প্রখ্যাত জ্যোতিষরাজ লিটন দেওয়ান চিশতী বলেন, ‘আমাদের ওয়েবসাইট অনেক আগেই চালু হয়েছে কিন্তু এবার ওয়েবসাইটে আমরা নতুন নতুন আয়োজন যুক্ত করছি। ডিজিটাল বাংলাদেশে ওয়েবসাইট, ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউবসহ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে মানুষের কাছে পৌঁছানোর সহজ উপায়। আর এটি এখন সময়ের দাবিও। ভার্চুয়াল যুগে মানুষ ওয়েবসাইটে প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চায়, জানতে চায় প্রতিষ্ঠানের কি কি সার্ভিস বা পণ্য সম্পর্কে ধারনা। আমাদের নতুন ওয়েবসাইটে যুক্ত হচ্ছে নতুন অনেক কিছুই। আপনি যে কোন রাশির জাতক বা জাতিকা হন তা হলে আপনার বর্তমান সময় কেমন যাবে তা জানতে ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট। জয়েন করুন ফেসবুক পেজ, ইন্সটাগ্রাম পেজ, লিংকডইন পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলে। অনুসরণ করুন নিয়মিত। আমাদের রত্নপাথরের কালেকশন দেখতে শোরুমে আসার অনুরোধ রইলো।

Facebook : https://web.facebook.com/litondewanchishti
Instagram : https://www.instagram.com/ajmerigameshouse/
Twitter : https://twitter.com/ajmerigemshouse
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/liton-dewan-chishti/
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC9NBXaBXs2k-jDsTFeKQ5iA
Pinterest : https://www.pinterest.com/ajmerigemshouse/
TikTok : https://www.tiktok.com/@ajmerigemshouse

জ্যোতিষরাজ লিটন দেওয়ান চিশতী আরো বলেন, ‘আজমেরী জেমস হাউজ ডটকম’ সাজানো হচ্ছে আমাদের থেকে যারা নিয়মিত সেবা নেন বা নেবার কথা ভাবেন তাদের জন্যই। প্রবাসে অনেকেই থাকেন যারা আমাদের সম্পর্কে জানতে চান আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান, তাদের জন্যও সুবিধা হবে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। মোবাইল ফোন ছাড়াও ফেসবুকের মাধ্যমে পরামর্শ নিতে সরাসরি সাক্ষাতের জন্য যোগাযোগ করা যাবে।

কেন বাংলাদেশে "আজমেরী জেমস হাউস" সেরা?

১। বাংলাদেশের পুরনো এবং সর্ববৃহৎ রত্নপাথরের পাইকারি এবং খুচরা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান।
২। দীর্ঘ দিনের অফলাইন কিংবা অনলাইন ব্যবসায় পৃথিবীর কোথায় থেকে নকল বিক্রির অভিযোগ না আসার সুনাম।
৩। পাচ্ছেন যে কোন অরিজিনাল রত্নপাথরের ভিন্ন ভিন্ন কোয়ালিটি যা বাংলাদেশের সর্বচ্ছ কালেকশন।
৪। থাকছে প্রতিটি অরিজিনাল রত্নপাথরের ভিন্ন ভিন্ন কোয়ালিটি এবং আসল নকল যাচাই করার সুযোগ।
৫। নকল বা ল্যাব মেইড পাথরকে আসল বলে বিক্রি কোন সুযোগ এখানে থাকছে না।

৬। নকল পাথর প্রমানে লাইফ টাইম মূল্য ফেরতের গ্যারান্টি কার্ড।
৭। পাচ্ছেন বাংলাদেশের বেষ্ট কাস্টমার সার্ভিস সহ আংটির বেষ্ট ডিজাইন এবং ফিনিশিং।
৮। কাস্টমারের আর্থিক অবস্থা দেখে মূল্য বৃদ্ধির কোন সুযোগ এখানে নেই।
৯। বাংলাদেশের আমাদের রয়েছে রত্নপাথরের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা।
১০। আমাদের রয়েছে নকল পাথর বিক্রি না করার পৃথিবী ব্যাপী সুনাম।
১১। পাচ্ছেন ওরিজিনাল রত্নপাথরের ভিন্ন ভিন্ন কোয়ালিটি যা বাংলাদেশের সর্বোচ্চ কালেকশন।
১২। আসল নকল পাশাপাশি রেখে যাচাইয়ের সুযোগ।
১৩। নকল বা ল্যাব মেইড পাথরকে আসল বলে বিক্রি কোন সুযোগ এখানে থাকছে না।
১৪। বাংলাদেশে আমরাই প্রথম অনলাইনে রত্নপাথর নিয়ে আসি।
১৫। প্রতিটা পাথরের মূল্য পাচ্ছেন সবার জন্য উন্মুক্ত এবং ফিক্সড।
১৬। আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে ক্রয়কৃত রত্নপাথর শোধন করে দিয়ে থাকি।
১৭। সারা বাংলাদেশে একমাত্র আমাদের ওয়েব সাইটে (www.ajmerigemshouse.com) প্রতিটা পাথরের মূল্য সবার জন্য উন্মুক্ত।

যে কারণে আসবেন "আজমেরী জেমস হাউজে"?

১। হতাশা ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি।
২। দুঃখ দূর্দশা থেকে মুক্তি।
৩। পারিবারিক কলহ থেকে মুক্তি
৪। দৈব দূর্ঘটনার হাত থেকে মুক্তি।
৫। শনি ও রাহুর গ্রাস থেকে মুক্তি।
৬। ব্যবসায়িক উন্নতি।
৭। লেখাপড়ায় অমনোযোগ।
৮। রাশিফল এর মাধ্যমে পাথর নির্ধারণ।
৯। স্বামী স্ত্রী অমিল, সংসারে অশান্তি।
১০। ব্যবসায়িক,মানুষিক, আর্থিক, পারিবারিক সমস্যার সমাধান ।
১১। ১০০% আসল রত্নপাথর।
১১। রত্নপাথরটি শোধন করা।
১২। রত্নপাথর ধারনের শুভ দিন এবং সময়।

পাথর বাছাইয়ের ক্ষেত্রে মানতে হয় দিক নির্দেশনা

সবাই চায় জীবনে সুখী হতে, সফলতা পেতে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক হয় আর এক। ব্যবহারে ঠিকমতো সমন্বয় ঘটলে ফল মেলে। বদলে যেতে পারে মানুষের ভাগ্য। কেউ কেউ এসব রত্নপাথর ধারণ করে রাতারাতি সাফল্য চান। তা কখনোই সম্ভব নয়। কারণ অনেক সময় এসব রত্ন পাথরের উপর গ্রহ নক্ষত্রের শুভ-অশুভ প্রভাব বিরাজমান। কষ্টি বিচারের সময় দুর্বল লগ্নপতি, রাশিপতি অথবা গ্রহের দৃষ্টিচক্র বিবেচনা ও যথোপযুক্ত রত্নপাথর নির্বাচন করা উচিত। আর কারও কষ্টি না থাকলে রত্নপাথর নির্বাচন করতে হবে গ্রহ নক্ষত্র বিচার করে।

রত্নপাথর সম্পর্কে আমাদের রয়েছে সনাতন এবং আধুনিক অভিজ্ঞতা

❝আজমেরী জেমস হাউস ❞ আপনাকে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক মূল্যবান এবং আধা মূল্যবান জ্যোতিষ রত্নপাথর অফার করে। বাংলাদেশে শুধুমাত্র ❝আজমেরী জেমস হাউস ❞ সরবরাহকৃত রত্নপাথরকে জাল প্রমাণ করে 100% অর্থ ফেরত গ্যারান্টি দেয়। আমরা দৃঢ়ভাবে ভাল মানের রত্নপাথর, প্রকৃত মূল্য এবং বিশ্বস্ত দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্কের উপর বিশ্বাস করি। কারণ আমাদের ক্লায়েন্টরা আমাদের ব্যবসার বিকাশের প্রধান মূলধন। রাশি রত্নপাথরের জগতে আমাদের পদচারণা ৩০ বছরেরও বেশী সময় ধরে।

নকলের ভিড়ে আসলের পরিচয়

আমাদের এখানে পাচ্ছেন আসল এবং নকল রাশি রত্নপাথর পাশাপাশি রেখে দেখে চিনে নেবার সুযোগ, ফলে নকল রত্ন পাথরকে আর আসল বলে বিক্রির কোন সুযোগ আমাদের এখানে থাকে না। এখানে পাচ্ছেন আমাদের সংগ্রহে থাকা মূল্যর উপর নির্ভর করে বিভিন্ন কোয়ালিটির রাশি রত্নপাথর, যা পাশাপাশি রেখেই কোয়ালিটির পার্থক্য তুলনা করে নিতে পারবেন। আমাদের প্রতিটা পাথরের মূল্য পূর্বে থেকেই নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা থাকে। ফলে ক্লায়েন্ট এবং তার আর্থিক অবস্থা বুঝে মূল্য কমানো বা বাড়ানোর কোন সুযোগ আমাদের থাকে না।

রত্নপাথরের খুচরা ও পাইকারি বিক্রয়ের একটি শীর্ষস্থানীয় কোম্পানি

সর্বশেষ পাচ্ছেন আমাদের প্রতিটা আসল রাশি রত্নপাথরের সাথে বাকি জীবনে নকল প্রমাণে সম্পূর্ণ গ্যারান্টি। ফলশ্রুতিতে আমাদের প্রতিটা রত্নপাথরের দায়িত্ব আমাদের। ❝আজমেরী জেমস হাউস ❞ বাংলাদেশের জুয়েলারি এবং রত্নপাথরের খুচরা ও পাইকারি খাতের একটি শীর্ষস্থানীয় কোম্পানি। আমরা আস্থার সাথে আমাদের সরবরাহ করা রত্নপাথর যত্ন করি।

পছন্দ এবং বাজেট অনুযায়ী রত্ন বিক্রয়

আসল পাথরের থাকে বহু কোয়ালিটি। আর কোয়ালিটির উপর নির্ভর করে রত্নপাথরের মূল্য নির্ধারণ হয়। মানুষ সরাসরি জ্যোতিষের কাছ থেকেই পাথর ক্রয় করেন। এ সময় নিজের পছন্দ এবং বাজেট অনুযায়ী কেনারও কোন স্বাধীনতা আমাদের থাকে না। তাই "আজমেরী জেমস হাউস" এ আপনি অবশ্যই পছন্দ এবং বাজেট অনুযায়ী স্বাধীনভাবে আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী পরিধান করতে পারবেন। আমাদের রত্নপাথরের কালেকশন দেখতে শোরুমে আসার অনুরোধ রইলো।

শতভাগ আসল রত্নপাথরের নিশ্চিয়তা

নকল রত্নপাথরে যখন বাজার ভরে গেছে তখন প্রাকৃতিক রত্নপাথর বিক্রয়ের নির্ভরযোগ্য এই প্রতিষ্ঠানটি ক্রেতাদের হাতে তুলে দিচ্ছে আসল রত্নপাথর। শতভাগ আসল রত্নপাথরের নিশ্চিয়তা দিচ্ছে শেষ দর্শন আজমেরী জেমস হাউজ লিমিটেড। জ্যোতিষদের বিরুদ্ধে মানুষের অভিযোগের অন্ত নেই। জীনের বাদশা, কালী সাধক, ইত্যাদির নামে একশ্রেণির প্রতারক মানুষের সকল সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়ে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। লটারী পাইয়ে দেবার নামে প্রবাসীদেরকে সর্বশান্ত করছে। আবার স্বীনের বাদশাহ সেজে গুপ্তধন পাইয়ের দেবার নামে ভয়াবহ প্রতরণা করছে বেশকিছু প্রতারক। এই প্রতারকচক্রগুলোর কোন অফিস নেই। এরা ব্যবহার করে মোবাইল ফোন নাম্বার, একটি ব্যাক্তির সাথে প্রতারণা করার পর

আবার নতুন মোবাইল ফোন নাম্বার দিয়ে প্রতারণা শুরু করে। কিন্তু জ্যোতিষী লিটন দেওয়ান চিস্তিই হাজারো ভেজাল আর প্রতারণার ভীড়ে একমাত্র আসল জ্যোতিষ সম্রাট।

তিনি কখনো তার মোবাইল ফোন নাম্বার পরিবর্তন করেন নি। প্রকাশ্যে অফিস স্থাপন করে মানবসেবা করে যাচ্ছেন। দেশ-বিদেশের লাখ লাখ নারী পুরুষ তার মাধ্যমে সুফল লাভ করছেন। উল্লেখ্য লিটন দেওয়ানের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে একটি কুচক্রী মহল তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে নানা ধরণের ষড়যন্ত্র চক্রান্ত করেছে ও অপপ্রচার চালিয়েছে। জ্যোতিষী লিটন দেওয়ান চিশতী সবসময় সাধারণভাবে জীবনযাপন করতে পছন্দ করেন। তিনি খুবই বন্ধুবৎসল, সদালাপী। তার সফলতায় ঈর্ষান্বিত হয়ে বিভিন্ন কুচক্রী ও অসাধু-মহল বিভিন্ন সময় মিথ্যা প্রচারণা চালায় এবং শত্রুতা তৈরি করে। কিন্তু আজমেরী জেমস হাউস আধ্যাত্মিকতা, সততা , নিষ্ঠা ও ধৈর্য্যরে মাধ্যমে সকল শত্রুকে বন্ধুতে পরিণত করেন। তাঁর অসংখ্য ভক্ত ও অনুসারী রয়েছেন, যাদের দোয়া ও ভালবাসাকে শক্তিতে পরিণত করে সফলতার শীর্ষে অবস্থান করছেন।

বলাবাহুল্য মানুষ প্রতারণা করে বেশিদূর অগ্রসর পারে না। একসময় তার প্রতারণা প্রকাশ পায়, ধরা পড়ে যায় সবকিছু। কিন্তু বিগত প্রায় ৪০ বছর পর্যন্ত একই কায়দায় প্রকাশ্যে অফিস নিয়ে প্রতারণা করে টিকে থাকা মোটেই সম্ভব নয়। লিটন দেওয়ান প্রতারক হলে অথবা তার দ্ধারা মানুষ উপকৃত না হলে তিনি এতদিন টিকে থাকতে পারতেন না। তিনি টিকে আছেন এ কথা বললে ভুল হবে, স্বীকার করতেই হবে যে তার জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা দিন দিন বেড়েই চলছে। তিনি আজ পরীক্ষিত, জনপ্রিয় এবং বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ রত্নপাথর পরামর্শক। শুধু এপার বাংলায় নয়, ওপার বাংলা ভারতেও তার প্রচুর জনপ্রিয়তা।

" আজমেরী জেমস হাউস" প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার এবং প্রখ্যাত জ্যোতিষরাজ লিটন দেওয়ান চিশতী। তিনি বলেন, বাজারে নানা রকম রত্নপাথর পাওয়া যায়। চোখ ধাঁধিয়ে যায় তাদের রং আর উজ্জল বর্ণচ্ছটার আভা দেখলে। কিন্তু এসব রত্নপাথরের ভিড়ে কি করে চিনবেন আসল পাথর। রত্নপাথর আসল নাকি নকল বোঝার জন্য প্রয়োজন অভিজ্ঞ চোখ। উপমহাদেশের বিখ্যাত ওলি হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.) এর দরবার শরীফে যাওয়ার পর ২৩তম বংশধর আজমীর শরিফের বর্তমান পীর সাহেব হযরত সৈয়দ হাসনাইন চিশতী (রহ.)-এর নিকট থেকে খেলাফতপ্রাপ্ত হন জ্যোতিষরাজ লিটন দেওয়ান চিশতী।

আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও স্বর্ণপদক

তিনি নিজেকে এবং তার অনুসারীদেরকে আধ্যাত্মিক সাধনায় চিশতীয় তরিকার আলোয় আলোকিত করতে চান। জ্যোতিষশাস্ত্রে দক্ষ এবং বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষী। জ্যোতিষরাজ লিটন দেওয়ান চিশতী একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ও একাধিকবার স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত জ্যোতিষী। দেশ-বিদেশের লাখ লাখ ভক্ত লিটন দেওয়ানের পরামর্শে সুফল লাভ করছেন।

মানব সেবায় লিটন দেওয়ান চিশতী

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ও একাধিকবার স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত জোতিষী লিটন দেওয়ান চিশতী মানব সেবায় অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছেন।মানবসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে দেশে এবং দেশের বাইরে কুড়িয়েছেন খ্যাতি, সুনাম ও প্রশংসা। একদিনে নয় ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে সুখ্যাতি অর্জন করতে হয়েছে। মানবসেবার পরিধি আরো বিসতৃত করার উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছেন। তার পরামর্শ, নির্দেশনা ও পরামর্শে লাখ লাখ মানুষ উপকৃত হন।

পরামর্শ ও দিকনিদের্শনা

অনেক দেশবরেণ্য রাজনীতিবীদ, মন্ত্রী, এমপি, বিচারপতি, সরকারী কর্মকর্তা, শিল্পপতি-ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ লিটন দেওয়ান চিশতির পরামর্শ, দিকনির্দেশনা ও তার কাছ থেকে রত্নপাথর ব্যবহার করে সুফল লাভের পর তাকে সনদ প্রদান করেছেন । সবসময় সাধারণভাবে জীবনযাপন করতে পছন্দ করেন। তিনি খুবই বন্ধুবৎসল, সদালাপী, উপকারী একজন মানুষ। তার আধ্যাত্মিকতা, সততা, নিষ্ঠা ও ধৈর্য্যের মাধ্যমে শত্রুও সবসময় বন্ধুতে পরিণত হয়। তার ভক্ত ও অনুসারী রয়েছেন দেশে এবং বিদেশে। ভক্তদের দোয়া ও ভালবাসাকে শক্তিতে পরিণত করে সফলতার শীর্ষে অবস্থান করছেন তিনি।

বয়ান, গুন, পণ্ডিত ও দর্শন

তিনি সময় পেলেই মাজার জিয়ারত করতে চলে যান। দেশে সব মাজার জিয়ারত করছেন। দেশের বাইরেও অনেক মাজার তিনি জিয়ারত করেছেন। ওমরাহ পালন করেছেন তিনি। তিনি আজমীর শরীফ গিয়েছেন অনেকবার। ভক্তদের তিনি সুফি সাধকের বয়ান, গুন, পণ্ডিত ও দর্শন নিয়ে কথা বলেন সবসময়। ব্যক্তি জীবনের সকল অস্থিরতা ও হতাশাগ্রস্থ জীবন থেকে মুক্তি পেতে সনামধন্য জ্যোতিষরাজ লিটন দেওয়ান চিশতী সাহেবের দর্শনে আসুন। সঠিকভাবে সঠিক রত্নপাথর কিনতে আজই চলে আসুন "আজমেরী জেমস হাউজে "। আমরা আমাদের প্রত্যেকটি রত্নপাথরে ১০০% অরিজিনাল নিশ্চয়তা দিয়ে থাকি।

জ্যোতিষরাজ লিটন দেওয়ান চিশতী

উপমহাদেশের বিখ্যাত ওলি হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.)এর দরবার শরীফে যাওয়ার পর ২৩তম বংশধর আজমীর শরিফের বর্তমান পীর সাহেব হযরত সৈয়দ হাসনাইন চিশতী (রহ.)-এর নিকট থেকে খেলাফতপ্রাপ্ত হন জ্যোতিষরাজ লিটন দেওয়ান চিশতী। মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগরের বাগবাড়ী গ্রামের ঐতিহ্যবাহী দেওয়ান পরিবারের অন্যতম আধ্যাত্মিক সাধক মো: আবদুল ছাত্তার দেওয়ান চিশতীর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন লিটন দেওয়ান চিশতী। জন্মের সময়েই তার মাঝে বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তার চালচলনে একটা অস্বাভাবিকতা সবসময় দেখা যেত। বেশিরভাগ সময়েই তাকে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দেখা গেছে।

মানব সেবায় জ্যোতিষরাজ লিটন দেওয়ান চিশতী

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ও একাধিকবার স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত জোতিষী লিটন দেওয়ান চিশতী মানব সেবায় অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছেন। নিজ জন্মস্থান মুন্সীগঞ্জ শ্রীনগরের বাগবাড়ী গ্রামে অবস্থিত বাবা মহাসাধক মরহুম আবদুস ছাত্তার দেওয়ান চিশতীর পবিত্র মাজার শরিফের পাশাপাশি সেখানে একটি আশ্রম নিতে চান তিনি। আত্মমানবতার নিজেকে উজাড় করে দিতে চান তিনি। জীবনের শেষ সময়ে মানুষের উপকারে, মানুষের সহযোগিতা, মানুষের পাশে থেকে কাজ করে যেতে চান। বাণিজ্যিক মানবসেবায় না জড়িয়ে নিজে যতটুকু পারবেন ততটুকুতে বিশ্বাসী লিটন দেওয়ান চিশতী । সেই ধারাবাহিকতায় গত এক যুগের বেশি সময় ধরে লিটন দেওয়ান চিশতী নিজ গ্রামে রমজান এবং ঈদে গরীব দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। করোনাকালীন সময়েও তিনি তার সাধ্যমত যতটুকু পেরেছেন তা নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন খাদ্যসামগ্রী এবং সহায়তা নিয়ে।

তিনি কেমন মানুষ

লিটন দেওয়ান চিশতী বলেন, আমি সব সময় মানুষের সেবা করে যেতে চাই। জীবনের শেষ সময়ে তিনি গ্রামে গিয়ে সাধারণ মানুষের সাথে কাটাতে চান। আমার বাবার পবিত্র মাজার শরিফে সময় নেব। আশ্রমে যারা থাকবেন তাদের নিয়ে চিশতীয় তরিকার আলোকে আলোচনা এবং অন্যদের আধ্যাত্মিক সাধনায় চিশতীয় তরিকার আলোয় নিজেকে আলোকিত করতে চান। তিনি আরো বলেন, অনেকে মনে করেন আমি একজন বাণিজ্যিক মানুষ। আসলে তাদের ধারণা সঠিক নয়।

যে ভাবে শুরু পথ চলা

লিটন দেওয়ান চিশতী প্রথমে তার বাবার সাধনার স্থানটিতে বসেই সাধনা শুরু করেন এবং মানবসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। প্রায় তিন বছর নিজ এলাকায় মানবসেবা নিয়ে সফলতা অর্জন করার পর মানবসেবার পরিধি আরো বিসতৃত করার উদ্দেশ্যে চলে আসেন ঢাকায়। ক্যারিয়ারের শুরুটা ইসলামপুরের চায়না মার্কেটে ১৯৮৮ সালে অমিয় নিয়ে সেবা প্রদান শুরু করেন। এরপর ১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত তিনি যাত্রাবাড়ি এলাকার শহিদ ফারুক সড়কে অফিস নেন। ১৯৯৬ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ছিলেন পল্টনের পলাওয়েল সুপার মার্কেটে তার অফিস ছিল। এরপর ২০০৭ সালে এসে কাকরাইলের ইস্টার্ন কর্মাশিয়াল লিটন দেওয়ান চিশতী অফিস নিয়ে বসতেন।

তারপর ২০০৮ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ১৪ বছর ধরে রাজধানীর বসুন্ধরা শপিং মলে "আজমেরী জেমস হাউজে অফিসে তিনি বসেন এবং এখন থেকে তিনি সেবা প্রদান করে যাচ্ছেন। লিটন দেওয়ান একদিনে সুখ্যাতি পায়নি অনেক ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে হয়েছে। তার পরামর্শ, নির্দেশনা ও পরামর্শে লাখ লাখ মানুষ উপকৃত হন। তাই আরো বর্ণিত পরিসরে সেবা দানের উদ্দেশ্যে সব জনবহুল এলাকা বেছে নিয়ে সেখান থেকেই তার সেবার পরিধি আরো বিস্তৃত করেছেন।

লিটন দেওয়ান চিশতী আধ্যাতিক সাধনা

লিটন দেওয়ান, হয়রত খাজা মাঈন উদ্দীন চিশতি, হযরত সৈয়দ মিয়ান চিশতীর মাজার, মাল খান জাহান চিশতীর মাজার, শাহজালাল এর মাজার জিয়ারত করেছেন। এই মাজারগুলোতে সময় পেলেই ছুটে যান এবং প্রচুর সময় কাটান। এছাড়া, অনেক দেশবরেণ্য রাজনীতিবীদ, মন্ত্রী, এমপি, বিচারপতি, সরকারী কর্মকর্তা, শিল্পপতি-ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ লিটন দেওয়ানের পরামর্শ, দিকনিদের্শনা ও তার কাছ থেকে রত্নপাথর নিয়ে ব্যবহার করে সুফল লাভের পর তাকে সনদ প্রদান করেছেন । লিটন দেওয়ান চিশতী অর্জন করেছেন অনেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার এবং স্বর্ণপাদক।

খ্যাতি, সুনাম ও প্রশংসা

মানবসেবা করার জন্য লিটন দেওয়ান চিশতী নিজেকে তৈরি করেছেন দিনের পর দিন। মানবসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে দেশে এবং দেশের বাইরে কুড়িয়েছেন খ্যাতি, সুনাম ও প্রশংসা। জ্যোতিষশাস্ত্রে দক্ষ এবং বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষ। জ্যোতিষরাজ লিটন দেওয়ান চিশতী একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ও একাধিকবার স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত জ্যোতিষী। লিটন দেওয়ান চিশতীর হাজারো ভেজাল আর প্রতারণার ভীড়ে একমাত্র আসল জ্যোতিষ সম্রাট অফিস স্থাপন করে সেখান থেকেই মানবসেবা করে যাচ্ছেন বছরের পর বছর। দেশ-বিদেশের লাখ লাখ ভক্ত রয়েছে তার। লিটন দেওয়ানের পরামর্শে সুফল লাভ করছেন। অনেক সময় লিটন দেওয়ানের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে কিছু মানুষ তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে নানা ধরণের অপপ্রচার চালায়। কিন্তু তিনি এসবে খুব একটা কান দেন না। তিনি তার মতো কাজ করে যাচ্ছেন।

শত্রুকে সবসময় বন্ধুতে পরিণত করতে চান

যারা তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায় তাদের হেদায়েতের জন্য তিনি আল্লাহ দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করেন। লিটন দেওয়ান চিশতী সবসময় সাধারণভাবে জীবনযাপন করতে পছন্দ করেন। তিনি খুবই বন্ধুবৎসল, সদালাপী, উপকারী একজন মানুষ। লিটন

দেওয়ান চিশতী তার আধ্যাত্মিকতা, সততা, নিষ্ঠা ও ধৈর্য্যের মাধ্যমে শত্রুকে সবসময় বন্ধুতে পরিণত করেন। তার জন্য ভক্ত ও অনুসারী রয়েছেন দেশে এবং বিদেশে। লিটন দেওয়ান চিশতীকে অনুসরন করেন তার ভক্তরা, তাই তাদের দোয়া ও ভালবাসাকে শক্তিতে পরিণত করে সফলতার শীর্ষে অবস্থান করছেন তিনি।

দেশের বাইরে জনপ্রিয়তা

"আজমেরী জেমস হাউজে " থেকে যারা সেবা নিয়েছেন তাদের স্বীকার করতেই হবে যে তার জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা দিন দিন বেড়েই চলছে। তিনি আজ পরীক্ষিত, জনপ্রিয় এবং বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষ। শুধু দেশ নয় ওপার বাংলা ভারতেও তার জনপ্রিয়তা রয়েছে। ভারতেও তার অনেক ভক্ত রয়েছে। লিটন দেওয়ান চিশতী সময় পেলেই মাজার জিয়ারত করতে চলে যান। তিনি দেশে সব মাজার জিয়ারত করছেন। দেশের বাইরেও অনেক মাজার তিনি জিয়ারত করেছেন। শুধু তাই ওমরাহ পালন করেছেন তিনি। লিটন দেওয়ান চিশতী মানবসেবা নিয়ে এগুচ্ছে বছরের পর বছর. তিনি আজমীর শরীফ গিয়েছেন বহুবার। তার ভক্তরা যদি কেউ আজমীর শরিফ যেতে চান তার মাধ্যমে তিনি সে ব্যবস্থাও করে দেন। ভক্তদের তিনি সুফি সাধকের বয়ান, গুন, পণ্ডিত ও দর্শন নিয়ে কথা বলেন সব সময়।

কিভাবে বাছাই করবেন রত্নপাথর?

প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার এবং প্রখ্যাত জ্যোতিষরাজ লিটন দেওয়ান চিশতী বলেন, বাজারে নানা রকম রত্নপাথর পাওয়া যায়। চোখ ধাঁধিয়ে যায় তাদের রং আর উজ্জল বর্ণচ্ছটার আভা দেখলে। কিন্তু এসব রত্নপাথরের ভিড়ে কি করে চিনবেন বা কিনবেন আসল পাথর । রত্নপাথর আসল নাকি নকল বোঝার জন্য প্রয়োজন অভিজ্ঞ চোখ। জানতে হবে, রত্নপাথরের আকৃতি, রঙ, স্বচ্ছতা ও ভেতর সুক্ষ্ম যে সব অবাঞ্চিত পদার্থ থাকে সে সম্পর্কে, তার বিন্যাস দেখে প্রাথমিক ধারণা তৈরি করতে হবে। জ্যোতিষরাজ লিটন দেওয়ান চিশতী আরো বলেন, এ ব্যাপারে সঠিক ধারণা পাওয়ার জন্য অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য নিতে হবে। তবে রত্নপাথর (Gemstone) যাচাই করার সবচেয়ে ভাল উপায় হল রত্নপাথরের প্রতিসরণাংক যাচাই। রত্নপাথরের প্রতিসরণাংক জানা থাকলে তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে রত্নপাথরের সঠিক পরিচয় পাওয়া সম্ভব। কারণ কোনো বিশেষ রত্নপাথরের প্রতিসরণাংক নির্দিষ্টের হেরফের বিশেষ দেখা যায় না।

১০০% নিশ্চয়তার সাথে আমরা অরজিনাল রত্নপাথর

ব্যক্তি জীবনের সকল অস্থিরতা ও হতাশাগ্রস্থ জীবন থেকে মুক্তি পেতে সনামধন্য জ্যোতিষরাজ লিটন দেওয়ান চিশতী সাহেবের দর্শনে আসুন। সঠিকভাবে সঠিক রত্নপাথর কিনতে আজই চলে আসুন "আজমেরী জেমস হাউজে "। আমরা আমাদের প্রত্যেকটি রত্নপাথরে ১০০% অরিজিনাল নিশ্চয়তা দিয়ে থাকি। সুস্থ থাকুন, নিজেকে এবং পরিবারকে ভালোবাসুন। কারচুপি, প্রতারণা থেকে বাঁচতে সঠিকভাবে সঠিক রত্নপাথর কিনতে চাইলে আজই চলে আসুন " আজমেরী জেমস হাউজে "।

পুরস্কার প্রাপ্ত রত্ন বিশেষজ্ঞ, অভিজ্ঞ বংশগত জহুরী, হস্তরেখাবিদ, গ্রহরত্ন নির্বাচক, জ্যোতিষ শাস্ত্রী, তান্ত্রিক, তন্ত্র শাস্তের উপর জ্যোতিষরাজ লিটন দেওয়ান চিশতীর বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারত বর্ষে পুরস্কার প্রাপ্ত দীর্ঘ ৩০ বছরের অভিজ্ঞ রত্ন বিশারদ বিচক্ষণ এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হস্ত রেখাবিদ জ্যোতিষ। রত্নপাথর সম্পর্কে তার রয়েছে বাস্তব, সনাতন এবং আধুনিক অভিজ্ঞতা। আর হতাশা নয় সফলতার জন্য আজই চলে আসুন"আজমেরী জেমস হাউজে " । রত্ন বিশেষজ্ঞ সাথে অনলাইনে নিরাপদে ব্যক্তিগতভাবে কোন সাক্ষাৎকার ছাড়াই চ্যাট এবং কল করে রত্নপাথর বিষয়ে পরামর্শ নিন।

রত্নপাথরের সুফল জানতে লিটন দেওয়ান চিশতী সাহেবের দর্শনে আসুন

আন্তজার্তিক খ্যাতিসম্পন্ন জ্যোতিষরাজ লিটন দেওয়ান ৩০ বছরের যাবৎ চিশতী জ্ঞানের অনুশীলন করে সঠিক পথ অনুসরণের মাধ্যমে জীবনযাত্রা, হৃদয়পথ, শিরোনাম এবং ভাগ্য রেখা নিয়ে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন। দেশ ও দেশের বাহিরে খুব অল্প সময়ে বেশ সুনাম অর্জন করেছেন নিজের দক্ষতা ও জ্যোতিষ জ্ঞান দিয়ে, পেয়েছেন গুণীজন সংবর্ধনা, এবং বিভিন্ন সংবাদপত্র ও গণমাধ্যম থেকে দেওয়া সম্মাননা সনদপত্র । রত্নপাথরের সুফল জানতে সেরা জ্যোতিষী মহাজ্যোতিষরাজ লিটন দেওয়ান চিশতী সাহেবের সাথে পরামর্শ গ্রহণ করুন। জীবনের সকল অস্থিরতা ও হতাশাগ্রস্থ জীবন থেকে মুক্তি পেতে লিটন দেওয়ান চিশতী সাহেবের দর্শনে "আজমেরী জেমস হাউজে " আসুন।